প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া রাজ্যসভায় যাচ্ছেন জহর

কলকাতা, ২৯ জুলাই : যুক্তিহীন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে বঙ্গ বিজেপি। এই মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবু রাজ্যসভার ভোটের লড়াইয়ে যাচ্ছে না শুভেন্দুর গেরুয়া শিবির। বৃহস্পতিবার নিজেই টুইটার বার্তায় জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ‘দীনেশ ত্রিবেদীর ছেড়ে যাওয়া আসনে কোনও প্রার্থী দিচ্ছে না বিজেপি। ওই আসনে ভোটের ফল কী হতে চলেছে তা পরিষ্কার। এটা নিশ্চিত জেনেই আমরা ওই আসনে প্রার্থী দিচ্ছি না। বঙ্গ বিজেপির এই সিদ্ধান্তে রাজ্যসভার ওই আসনে তৃণমূল প্রার্থী জহর সরকারের জয় নিশ্চিত হয়ে গেল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি এই রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হতে চলেছেন ৯ অগাস্ট।

হিডকোর নতুন চেয়ারম্যান ফিরহাদ

কলকাতা, ২৯ জুলাই : হিডকোর চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল অবসরপ্রাপ্ত আইএএস দেবাশিস সেনকে। তাঁর জায়গায় নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ ও আবাসনমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। দীর্ঘদিন পর হিডকোর চেয়ারম্যান পদে কোনও রাজনৈতিক নেতা বসলেন। এর আগে বাম জমানায় হিডকোর চেয়ারম্যান পদে ছিলেন তৎকালীন আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব। এরপর দেবাশিস সেনকে হিডকোর চেয়ারম্যান পদে বসান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছর ৩১ জানুয়ারি দেবাশিসবাবু অবসর নেন। অবশ্য দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে দু’বছরের জন্য হিডকোর চেয়ারম্যান পদে তাঁর মেয়াদ বাড়িয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল।

ফের বিতর্কে সৌমিত্র খাঁ

কলকাতা, ২৯ জুলাই (সংবাদ) : গোষ্ঠীকোন্দলকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল বিজেপির যুব সংগঠন ভারতীয় যুব মোর্চা। এর জেরে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে যুব মোর্চার নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ থেকে বাদ দিতে হল ৩ যুবনেতাকে। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে বিজেপির কোনও রাজ্য নেতৃত্ব বা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ মন্তব্য করতে রাজি হননি।

জানা গিয়েছে, মাত্র দু’দিন আগে যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদিকা মৌমিতা সাহাকে সংগঠনের নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগদান করান স্বয়ং সৌমিত্র খাঁ। তাঁকে ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক। গত দু’দিন ধরে হোয়াটসঅ্যাপে মৌমিতা সাহাকে যোগদান করানো নিয়ে সৌমিত্র খাঁয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক কটূক্তি পোস্ট হতে থাকে। এর জেরে ক্ষিপ্ত হয়ে এদিনই সৌমিত্রবাবু ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে দলের তিন নেতাকে বহিষ্কার করেছেন।

মুখ্যসচিবের পিএইচডি

কলকাতা, ২৯ জুলাই : পিএইচডি করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। রাজ্য প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলে তিনি ৫৮ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই ডিগ্রি পেলেন। ডেভেলপমেন্টাল ইকনমিক্স নিয়ে তিনি গত তিন বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর তিনি গত সেপ্টেম্বরে তাঁর পেপার জমা দেন। বুধবারই তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি ঘোষণা করা হয়। এই খবরে রাজ্য প্রশাসনিক মহলে খুশির হাওয়া।

আদালতের পর্যবেক্ষণে পথ আরও প্রশস্ত

সিবিআই তদন্তে অনুমতি নিষ্প্রয়োজন

কলকাতা, ২৯ জুলাই : রাজ্যে সিবিআই তদন্তের জন্য রাজ্য সরকারের অনুমতির কোনও প্রয়োজন নেই। বিনয় মিশ্রের মামলায় তাঁর পর্যবেক্ষণে একথা জানিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ২০১৮ সালে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছিল, রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় তদন্ত করতে রাজ্য সরকারের অনুমতি লাগবে। কিন্তু পর্যবেক্ষণে বিচারপতি বলেছেন, কী কারণে এই সিদ্ধান্ত তা কোথাও বলা নেই। তাই বিজ্ঞপ্তির কোনও বৈধতা নেই। সিবিআই যে-কোনও রাজ্যেই তদন্ত করতে পারে।

গোরু ও কয়লা পাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত বিনয় মিশ্র সিবিআই তদন্ত খারিজের আবেদন জানান কলকাতা হাইকোর্টে। তাঁর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আদালতে বলেন, বিনয় এদেশের বাসিন্দা নন। তাঁকে সিবিআই চাইলে ভিডিও কনফারেন্স ব্যবস্থায় জেরা করতে পারে। সিবিআইয়ের আইনজীবী পালটা যুক্তি দিয়ে বলেন, কয়লা ও গোরু পাচার কাণ্ডে বিএসএফ ও রেলের অফিসারদের নাম জড়িয়েছে। তাই রাজ্যেই তদন্ত করতে হবে। এই তদন্ত করতে গেলে নবান্নের অনুমতি প্রসঙ্গে পালটা যুক্তিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি জানিয়ে দেন, রাজ্যে তদন্ত করার ব্যাপারে সিবিআইয়ের অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই।

প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের জেরা প্রসঙ্গেও রাজ্য সরকারের অনুমতির প্রসঙ্গ উঠেছিল। এদিন বিচারপতি জানিয়েছেন, সিবিআই তদন্ত যে পর্যায়ে রয়েছে, সেখানে বিনয়কে জেরা করে আরও বড় নাম উঠে আসতে পারে বলে সিবিআই জানিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এরাজ্যে নানা ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্তের রাস্তা আরও প্রশস্ত হল বলে আইনজীবীরা মনে করছেন।

এদিকে কলকাতায় বিনয়ের একটি সংস্থার ডিরেক্টর তাঁর মা ও বাবা। গোরু ও কয়লা পাচারের টাকা সেই অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল বলে সিবিআইয়ের অভিযোগ। সেই ব্যাপারে বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় নিজাম প্যালেসে বিনয়ের মা ও বাবাকে জেরার জন্য হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সিবিআই। কিন্তু তাঁরা ওই দিন হাজিরা এড়িয়েছেন। এবার আবারও তাঁদের হাজিরার নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। চতুর্থবার এই নোটিশ দেওয়ার পরও তাঁরা হাজিরা এড়ালে তাঁদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার পরিকল্পনা করেছে সিবিআই। সিবিআইয়ের দাবি, বিনয়ের বাবা তেজবাহাদুর মিশ্র ও মা ললিতা মিশ্র বিনয়ের নিজস্ব একটি কোম্পানির ডিরেক্টর। সেই সংক্রান্ত ব্যাপারে জেরা করার জন্য সিবিআইয়ের দুর্নীতিদমন শাখার অফিসাররা তাঁদের বাড়িতে গিয়েও পাননি। সেইজন্য তাঁদের তলব করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি বৈধ নয়

- রাজ্যে তদন্ত করতে অনুমতি লাগবে বলে ২০১৮ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়
- হাইকোর্টের মতে এই বিজ্ঞপ্তির বৈধতা নেই
- সিবিআই যে কোনও রাজ্যেই তদন্ত করতে পারে

বিধিনিষেধ বাড়ল ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত

কলকাতা, ২৯ জুলাই : রাজ্যে বিধিনিষেধ ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত জারি রাখল নবান্ন। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে এক নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই সময়কালে আগের মতোই রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ছাড়া কেউ বাইরে থাকতে পারবে না। কেউ বিধি না মানলে তার বিরুদ্ধে বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া প্রেক্ষাগৃহে মোট আসনের ৫০ শতাংশ লোক নিয়ে রাজনৈতিক সভা করা যাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রত্যেককে মাস্ক পরতে হবে ও কোভিড বিধি যথাযথভাবে মানতে হবে।

১৫ অগাস্ট পর্যন্ত শহরতলির লোকাল ট্রেন আগের মতোই বন্ধ থাকবে। তবে স্টাফ স্পেশাল চালানো হবে। এদিন নবান্ন থেকে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, তাতে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে রাতের বিধিনিষেধের ওপর। প্রতিটি জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাতের বিধিনিষেধ মানার ব্যাপারে আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

গত সপ্তাহ দেড়েক ধরেই কলকাতা সহ রাজ্যে রাতের বিধিনিষেধের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কঠোর হয়েছে। রাতের বিধিনিষেধ না মেনে পানশালা চালানোয় এখনও পর্যন্ত গোটা রাজ্যে ৩৭টি পানশালার লাইসেন্স সাময়িক সাসপেন্ড করা হয়েছে। এছাড়াও কয়েকটি রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গত দেড় সপ্তাহে রাতের বিধিনিষেধ না মানায় অন্তত ১,৩৭০ জনের বিরুদ্ধে বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শুক্রবার থেকে পুলিশ রাতের বিধিনিষেধ মানার ক্ষেত্রে আরও কঠোর পদক্ষেপ করবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। বিয়েবাড়িতেও আপাতত ৫০ জনের বেশি অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। নবান্নের এক কর্তা এদিন জানিয়েছেন, তৃতীয় ঢেউয়ের কথা মাথায় রেখেই বিধিনিষেধ কঠোর করার রাস্তায় হেঁটেছে রাজ্য। একইসঙ্গে টিকাকরণ কর্মসূচিও চালানো হচ্ছে।

- প্রেক্ষাগৃহে মোট আসনের ৫০ শতাংশ লোক নিয়ে রাজনৈতিক সভা করা যাবে।
- বিয়েবাড়িতেও আপাতত ৫০ জনের বেশি অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।
- কোনও ঘোষণা না থাকায় ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত শহরতলির লোকাল ট্রেন আগের মতোই বন্ধ থাকবে
- তবে রেলকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্য জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য স্টাফ স্পেশাল চালানো হবে।

বৈঠকের পরই রাজ্যে পৌঁছোল ১১ লক্ষ টিকা

কলকাতা, ২৯ জুলাই : দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রধান ইস্যু ছিল রাজ্যের জন্য পর্যাপ্ত টিকা। মুখ্যমন্ত্রী যে তাঁর দাবি আদায়ে অনেকখানি সফল হয়েছেন, তার প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে বুধবার রাত থেকেই। বুধবার রাতে ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার কোভিশিল্ড পৌঁছেছে বাংলায়। বৃহস্পতিবার সকালে আরও ১ লক্ষ ৬১ হাজার কোভ্যাকসিন এসেছে। আরও ১২ লক্ষ ভ্যাকসিন কয়েকদিনের মধ্যে আসবে বলে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রের খবর। স্বাস্থ্য ভবন থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপাতত পাওয়া টিকা প্রধানত বস্তি ও গ্রামাঞ্চলে বেশি করে পাঠাতে হবে। জুলাই মাসে এরাজ্যের জন্য ৭০ লক্ষ টিকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সময়মতো সেই টিকা এসে পৌঁছোয়নি। তবে মাস শেষ হওয়ার আগের মুহূর্তে ৭৮ লক্ষ টিকা পেল রাজ্য। অর্থাৎ এ মাসের বরাদ্দ টিকার চেয়ে সাড়ে ৬ লক্ষ কোভিশিল্ড ও দেড় লক্ষ কোভ্যাকসিন বেশি পেল রাজ্য। অগাস্টে ৯ লক্ষেরও বেশি কোভ্যাকসিন পাঠাবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে। এছাড়া ৬৪ লক্ষ কোভিশিল্ড বরাদ্দ করা হয়েছে এরাজ্যের জন্য।

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবনের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, রাজ্যে ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৭৬৬ জন সংক্রামিত হয়েছেন। এই সময় করোনামুক্ত হয়েছেন ৮২২ জন। বুধবারের মতো এদিনও মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। মঙ্গলবারের তুলনায় বুধবার কলকাতা ও আশপাশের জেলাগুলিতে সংক্রমণ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। তবে এদিন কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সংক্রমণ সামান্য কমেছে। কলকাতায় ২৪ ঘণ্টায় সংক্রামিত হয়েছেন ৬৪ জন।

নিউটাউনের বহুতলে অবৈধ অতিথিশালা

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২৯ জুলাই : নিউটাউনে বহু বিল্ডিংয়ে আইন ভেঙে হোটেল বা অতিথিশালা খোলা হচ্ছে। সেগুলিতে নানা অসামাজিক কাজকর্মও চলছে। কিছু কিছু অতিথিশালায় অসামাজিক কাজকর্মের ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ।

অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার পল্লব ঘোষ এ ব্যাপারে সরাসরি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি ফেসবুকে তাঁর পোস্টে জানিয়েছেন, অনেকেই নিউটাউন-কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির বিধি ভেঙে তাঁদের বাড়ি বা ফ্ল্যাট নামকরা হোটেল গ্রুপকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। জি+৪ বিল্ডিংগুলির পুরোটাই বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ওই হোটেল ও অতিথিশালার অতিথিরা আশপাশের পরিবেশ নষ্ট করছেন। দিনরাত কলহ, বিবাদ হওয়ায় শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

পল্লববাবু তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে আইজি হিসেবে অবসর নিয়েছেন। তিনি কলকাতা পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) হিসেবেও কাজ করেছেন। বেশ কিছুদিন হল তিনি নিউটাউনে বসবাস করছেন।

অবসরপ্রাপ্ত আইপিএসের অভিযোগ

পল্লববাবুর ওই পোস্টে সঞ্জীব রায় মন্তব্য করেছেন, বসবাসের এলাকায় হোটেল, হস্টেল বা অতিথিশালার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। বাইরে থেকে লোকজন সেখানে এলে বসবাসের এলাকার ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে পল্লববাবু লিখেছেন, ‘এটাই এখানে ঘটছে।’ উত্তম সাউ লিখেছেন, ‘আমি যতদূর জানি, বসবাসের এলাকায় দোকানঘর এনকেডিএ’র বিধি বিরোধী।’ সুভেন রায় লিখেছেন, ‘এখনও পর্যন্ত এই ইস্যুটি কেউ তোলেননি। তবে আমি শুনেছি এই ধরনের কেন্দ্রগুলি প্রায়ই অসামাজিক কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। কলকাতার সঙ্গে যুক্ত এলাকার মধ্যে নিউটাউনই সম্ভবত অত্যাধুনিক টাউনশিপ। সেখানে কেন এই ধরনের বিধি ভঙ্গ হবে?’

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিউটাউন এলাকায় কার ফ্ল্যাটে কে এসে থাকেন সেই সম্পর্কে তাঁরা কেউই কিছু জানতে পারেন না। কিন্তু আশপাশের এলাকায় যে বহু অসামাজিক কাজকর্ম চলে তা তাঁরা বেশ টের পান। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে তাঁরা কেউই আগ বাড়িয়ে এসব নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে চান না। তাঁদের মতে, পল্লববাবু অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস। তাঁর পক্ষে এটা করা সম্ভব। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁরা থানা-পুলিশে গেলে তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা হবে।

হিডকোর চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস সেনই এনকেডিএ’র চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ‘এ সম্পর্কে কেউ আমাদের অভিযোগ জানালে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।’

বৃহস্পতিবার কলকাতার জলবন্দি এলাকায় দুর্ভোগে পথচারীরা। ছবি : পিটিআই

অতিভারী বর্ষণ কলকাতায়

কলকাতা, ২৯ জুলাই : মঙ্গলবার থেকেই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বুধবার রাত থেকে প্রবল বর্ষণে কলকাতা ও সংলগ্ন দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি জেলার বিপর্যস্ত অবস্থা। কলকাতায় চিংড়িঘাটা, আলিপুর সহ কয়েকটি জায়গায় ২৪ ঘণ্টায় ১২০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে কলকাতার সর্বত্র বানভাসি অবস্থা।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে প্রবল বর্ষণে উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, বেহালা, কসবা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় হাঁটুসমান জল জমে যায়। একইসঙ্গে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির সঙ্গে ঝাড়খণ্ডেও প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। তার ফলে ডিভিসি জল ছাড়তে পারে বলে ইতিমধ্যেই সেচ দপ্তরকে জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বর্ষণে দামোদর ফুঁসছে। এরপর ডিভিসি জল ছাড়লে নিম্ন দামোদর অববাহিকা এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে সেচ দপ্তরের কর্তারা আশঙ্কা করছেন। বুধবার সন্ধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বাজারে প্রবল ঝড়ে বেশ কয়েকটি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ওই এলাকায় কয়েকটি নদীবাঁধেও ফাটল দেখা দেয়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সেচ দপ্তরের কর্মীরা ওই ফাটল মেরামতের চেষ্টা চালিয়েছেন। এদিকে হাওড়া শহরের ১২টি ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়ায় শহরের বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।

জল থইথই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। ছবি : কৌশিক দত্ত

কলকাতা পুরসভার নিকাশি বিভাগের কর্তারা বলেছেন, এদিন সকালে বৃষ্টির সময় গঙ্গায় জোয়ার চলছিল। তাই লকগেটগুলি বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ভাটা শুরু হওয়ার পর লকগেটগুলি খোলা হয়। তার ফলে কলকাতার জল নামতে কিছুটা সময় লেগেছে। কলকাতায় কয়েকটি এলাকায় অতিরিক্ত পাম্প চালিয়ে জল বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বুধবার রাত থেকে প্রবল বর্ষণের জন্য পরিস্থিতি সামাল দিতে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। শুক্রবারও দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা দিয়ে রেখেছে আবহাওয়া দপ্তর। ফলে চিন্তা বেড়েছে পুরসভা ও সেচ দপ্তরের কর্তাদের। রাজ্যের সেচমন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র বলেন, ‘পরিস্থিতির দিকে আমরা নজর রাখছি। এখনই কোথাও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে বৃষ্টি বেশি হলে কয়েকটি জায়গা জলমগ্ন হতে পারে। ডিভিসি-র সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি। প্রতি বছর ডিভিসি রাজ্যকে না জানিয়েই বেশি জল ছাড়ে। তাই বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া ও হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এবার যাতে তা না হয়, তার চেষ্টা আমরা করছি।’

গভীর নিম্নচাপের জেরে শুক্রবার পর্যন্ত এই বৃষ্টি চলবে বলে আবহাওয়া দপ্তর আগেই জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি থেকে ফোন করে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর কাছে পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন। সেচ দপ্তরকেও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। তার ফলে ওইসব এলাকায় পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। ওইসব এলাকায় শুক্রবার কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

> “
> পরিস্থিতির দিকে আমরা নজর রাখছি। এখনই কোথাও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।
>
> –**সৌমেন মহাপাত্র** *সেচমন্ত্রী*

শিবসেনা মুখপত্রে প্রশংসা, মমতার লড়াই মাইলস্টোন

কলকাতা, ২৯ জুলাই : একদিকে যখন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে একের পর এক বৈঠক করছেন, তখন শিবসেনার মুখপত্র সামনা মমতার প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়া হল। মঙ্গলবার সামনায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ‘পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে বিজেপিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রুখে দিয়েছেন, তা রীতিমতো মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। বিজেপির বিরুদ্ধে মমতার লড়াই প্রশংসনীয়।’

বিজেপি বিরোধী জোট গঠনের উদ্যোগ নিয়ে মমতা যখন দিল্লিতে, তখন সামনায় প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। ইতিমধ্যেই শিবসেনার অন্যতম নেতা সঞ্জয় রাউতের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একদফা আলোচনা সেরেছেন। বিজেপি বিরোধী জোট গঠন নিয়েই তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে আগামীদিনে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলের পাশে থাকার বার্তা একদা বিজেপির জোটসঙ্গী শিবসেনা দিল বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে। এই পরিস্থিতিতে শিবসেনার মতো একদা বিজেপির জোটসঙ্গীর প্রশংসা মমতাকে আরও চাঙ্গা করে তুলবে। কারণ, এখন বিজেপির অন্যতম সমালোচক শিবসেনা।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপি বিরোধী জোট গঠনে এখন শুধু বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা চালানো হবে না। বিজেপির এখন যারা জোটসঙ্গী রয়েছে, তাদের সঙ্গেও বিভিন্নভাবে যোগাযোগ রাখা হবে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক খুব ভালো। এই সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে মমতা নিজেও নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ইতিমধ্যেই বিজেপির আরও একটি পুরোনো জোটসঙ্গী অকালি দল এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ২১ জুলাই সমাবেশে ভার্চুয়ালি দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাব থেকে অকালি দলের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও দেশের অন্যান্য অংশেও বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারের হাওয়া বাড়াতে শিবসেনা, অকালি দলের মতো এক সময়ে বিজেপির জোটসঙ্গীদের আরও বেশি করে কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূল। সূত্রের খবর, মমতার সঙ্গে সোনিয়া গান্ধির বৈঠকে এই নিয়েও একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে।

বিজেপি তথা এনডিএ-কে দুর্বল করে দেওয়ার কৌশল নিয়েই বিরোধী জোট এগোতে চাইছে। এতে বিজেপি বিরোধী জোট শক্তিশালী হবে বলেই তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন। এনসিপি সহ কয়েকটি দল তৃণমূলের এই প্রস্তাবকে সমর্থনও করেছে। কারণ, এর আগে বিজেপির জোটসঙ্গী শিবসেনাকে ভাঙিয়েই মহারাষ্ট্রে শারদ পাওয়ার সরকার গঠন করেছেন। বিজেপি মহারাষ্ট্রে এনসিপি, কংগ্রেস ও শিবসেনার এই সরকার ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তাই বিরোধী ঐক্য গঠনের পাশাপাশি এনডিএ ভাঙার কৌশল নিয়েছে তৃণমূল সহ বিরোধীরা।

বাবুলের টুইট ঘিরে জল্পনা

কলকাতা, ২৯ জুলাই : বিধানসভা ভোটে হারের ধাক্কায় বেসামাল বঙ্গ বিজেপির স্থিতি আর ফিরছে না কিছুতেই। সমস্যা লেগেই থাকছে। বৃহস্পতিবার দলের সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র বক্তব্য ঘিরে দানা বাঁধে রহস্য।

সদ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপদ হারানো বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়র এদিন এক ফেসবুক পোস্ট ঘিরে জল্পনার শুরু। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি শেষপর্যন্ত রাজনীতি ছাড়ছেন বাবুল সুপ্রিয়? এমনিতেই ইদানীং তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে। এবার ফেসবুক পোস্ট করে সেই জল্পনা উসকে দিলেন খোদ বাবুলই। ফেসবুকে বাবুল লিখেছেন, ‘রাজনীতি বাদে গান নিয়ে পোস্ট করলেই পাই সুন্দর প্রতিক্রিয়া। অনেক পোস্টেই রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখার আবেদন পাচ্ছি। যা গভীরভাবে ভাবাচ্ছে আমাকে।’ স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি এবার রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবেন বাবুল সুপ্রিয়? এই নিয়েই ফের চর্চা শুরু হয়েছে গেরুয়া শিবিরে।

ঘোড়ার পিঠে মদন মিত্র

কলকাতা, ২৯ জুলাই : তাঁর প্রতিবাদ সবসময় অভিনব। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। ঘোড়ায় চড়ে রাস্তায় নামলেন মদন মিত্র। পেগাসাস কাণ্ডের প্রতিবাদেই কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক বৃহস্পতিবার এভাবে রাস্তায় নামেন। এদিন যদুবাবু বাজার থেকে এলগিন রোডের মোড় পর্যন্ত অনুগামীদের নিয়ে মিছিল শুরু করেন তিনি। বেশ খানিকক্ষণ তিনি মিছিলে হাঁটেন। তাঁর পাশে ছিল একটি ঘোড়া। তার গলায় ঝোলানো একটি পোস্টারে লেখা ছিল পেগাসাস। কিছুদূর হাঁটার পরই সাংবাদিকদের নিজের কর্মসূচির ব্যাখ্যা করে ঘোড়ার পিঠে ওঠেন মদন। বাকি পথটুকু ঘোড়ায় চড়েই যান। মদন বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোনে পেগাসাসের মাধ্যমে কেন্দ্র আড়ি পাতছে। আমি এর প্রতিবাদ করছি।’

অজন্তার কাছে কৈফিয়ত চাইতে পারে ওয়েবকুটা

কলকাতা, ২৯ জুলাই : প্রত্যাশামতো বৃহস্পতিবারও তৃণমূলের মুখপত্র ‘জাগো বাংলা’য় সিপিএমের প্রয়াত রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের মেয়ে অজন্তার উত্তর সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল। অজন্তা শুধু প্রয়াত রাজ্য সম্পাদক তথা পলিটব্যুরো সদস্যের মেয়ে নন, তিনি নিজেও সিপিএমের পার্টি সদস্য। তা সত্ত্বেও তিনি বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী দলের মুখপত্রে কেন নিবন্ধ লিখছেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপিক হিসেবে কর্মরত। সেই সুবাদে তিনি ওয়েবকুটার সদস্য। তাই সরাসরি কথা না বলে রাজ্য নেতারা অধ্যাপক সংগঠনের শীর্ষনেতাদের মাধ্যমেই এই সম্পর্কে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান জানতে চাইবেন। সিপিএম সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হবে, কেন তিনি তৃণমূলের মুখপত্রে লিখতে রাজি হলেন। আপাতত আলিমুদ্দিন তাঁর নিবন্ধের ওপর কড়া নজর রাখছে।

বুধবার থেকেই জাগো বাংলায় অজন্তার লেখা প্রকাশ হওয়া নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়। বুধবারের কাগজে তাঁর লেখার প্রথম কিস্তি দেখেই দলের নেতারা কার্যত হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। ওইদিনই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক শুরু হয়। তার আগে দলের পলিটব্যুরো সদস্য সুজন চক্রবর্তী সাংবাদিকদের কাছে বলেন, ‘সাধারণত লেখালেখির ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতায় আমরা হস্তক্ষেপ করি না। তবে উনি পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকায় পার্টি লাইন ভাঙছেন কিনা, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।’ তবে সুজনবাবু বিষয়টি যতটা নরমভাবে দেখেছেন, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক তার চেয়ে অনেক বেশি গরম হয়ে ওঠে এই নিবন্ধকে ঘিরে। এই ব্যাপারে অজন্তা অবশ্য কোথাও মুখ খোলেননি।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ ঃ বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কমবে। সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হবে। বৃষ ঃ আজ সামান্য পরিশ্রমে ধরা দেবে সাফল্য। অল্পরোগে সমস্যা বাড়বে। মিথুন ঃ প্রণয়ে জটিলতা দেখা দিতে পারে। কাউকে বিশ্বাস করে ঠকার আশঙ্কা রয়েছে। নতুন সম্পদ ক্রয়ে লাভ। কর্কট ঃ রোগমুক্তিতে স্বস্তি।অযথা নিজের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। সিংহ ঃ আজ কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা মাথা উঁচু করতে পারে। বাবার সঙ্গে অযথা মতানৈক্য এবং মনোকষ্ট। কন্যা ঃ পথ চলতে সতর্ক থাকুন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তিলাভ। সাহসী পদক্ষেপ করে কোনো না হওয়া কাজ পূর্ণ করতে পারবেন। তুলা ঃ শত্রুকে পরাজিত করতে সক্ষম হবেন। বিদ্যুৎ ও আগুন ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। বৃশ্চিক ঃ আপনার সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ মিলবে গুণীজনের। প্রেমের সমস্যা কাটবে। ধনু ঃ প্রিয়জনকে অকারণে আঘাত করে মনোকষ্ট। সন্তানের জন্যে অর্থব্যয়। মকর ঃ আজ অপ্রত্যাশিত কোনো সুযোগ আসতে পারে। ইয়ার্কির ছলে কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হতে পারে। কুম্ভ ঃ প্রিয়জনকে নিয়ে সারাদিন আনন্দ। ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়বে। মীন ঃ বেকাররা কাজের সুযোগ পাবেন। মোকদ্দমায় জয় হতে পারে। আপনার কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ শুক্রবার ১৩ শ্রাবণ, ১৪২৮ ভাঃ ৮ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই, ২০২১ ১৩ শাওন, সংবৎ ৬ শ্রাবণ বদি, ১৯ জেলহজ্জ ২০২১। সূঃ উঃ ৫।৯, অঃ ৬।১৮। শুক্রবার, ষষ্ঠী প্রাতঃ ৫।৪২। রেবতীনক্ষত্র অপরাহ্ন ৪।৩২ ধৃতিযোগ রাত্রি ১১।৩২। বণিজকরণ প্রাতঃ ৫।৪২ গতে বিষ্টিকরণ সন্ধ্যা ৬।২০ গতে ববকরণ। জন্মে-মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, অপরাহ্ন ৪।৩২ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দোষ নাই, প্রাতঃ ৫।৪২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, প্রাতঃ ৫।৪২ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৮।২৭ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।১ গতে ১০।২৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই, অপরাহ্ন ৪।৩২ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।২৩ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাতঃ ৫।৪২ মধ্যে মাসদগ্ধা। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ও স্বামী প্রেমানন্দের তিরোধান দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৫১ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১।২ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৬।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ২।৫৬ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ১০।৩৮ গতে ১১।২১ মধ্যে ও ৩।৩৯ গতে ৫।১০ মধ্যে।